OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 650 - 656
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 650 - 656
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিশ শতকের ছয় জন নাট্যকারের একাঙ্ক : সময়ের বহুস্তরী চিন্তন

সুপ্রিয়া ঘোষ
গবেষক, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: ghoshsupriya644@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
One- act play, Twentieth century, people's Theatre movement, class struggle, urban alienatuon, Existentialism, Psychological complexity, socio-political Evolution.

Abstract
In the history of twentieth-century Bengali dramatic literature, the one-act play is not merely a minor or short artistic form; rather, it may be regarded as a condensed artistic document of a turbulent era. The primary objective of this research is to analyze the social, political, and psychological evolution of the time through the one-act plays of six eminent playwrights of the twentieth century.

The twentieth century was a period of unprecedented transformation in the history of Bengal. Events such as the two World Wars, the Bengal Famine of the 1940s, the Partition of India, communal riots, and later the Naxalite movement profoundly altered the worldview of the Bengali people. This research attempts to examine how the intensity and structural compactness of the one-act play, in contrast to the extended framework of full-length drama, proved more capable of capturing the spirit of this rapidly changing time.

The journey of Bengali one-act drama began with the literary contributions of Manmatha Ray. This study will discuss in detail how his one-act plays portrayed contemporary political realities under the veil of mythological and historical narratives. In the plays of Bijon Bhattacharya, one can hear the anguished voices of oppressed people protesting against social injustice, the struggles of peasants, and the erosion of human existence. According to Utpal Dutt, theatre is a powerful instrument of social change. His one-act plays vividly depict the resistance of ordinary people against the oppression of landlords and state power, serving as documents of uncompromising struggle. The central theme of his one-act plays is retaliation against oppression. On the other hand, the one-act plays of Mohit Chattopadhyay introduce modernist elements, where urban alienation, existentialism, and surrealist techniques dominate—these aspects will also be examined. In the plays of Manoj Mitra, this study will explore how, beneath the surface of folk forms, the anguish of the oppressed classes and social satire emerged as powerful commentaries on their time.

This research will primarily be conducted through text-based analysis. By examining collected data and dramatic texts, it will attempt to demonstrate how, even within the limited scope of one-act plays, these playwrights successfully represented political instability, the psychological complexities of the middle class, and the suffering of marginalized people in a multidimensional manner.

One-act plays have been written in response to the doubts, crises, and existential questions of different eras. During the 1920s, a period of new ideas in Bengali fiction, the interwar years, and the era of the People's Theatre movement, the form and content of one-act plays evolved in distinct ways. Playwrights repeatedly demonstrated that drama could remain relevant to its time. The depth and breadth contained within the narrative of one-act plays remain equally meaningful and relevant across all ages and periods.

Discussion

ভূমিকা : একাঙ্ক নাটক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ নয়, একাঙ্ক নাটক স্বয়ংসম্পূর্ণ। জীবনের বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তের ঘটনা পরম্পরা অকস্মাৎ বিদ্যুৎ বিকাশের মত জীবন-সত্যের উন্মেষ ঘটে থাকে একাঙ্ক নাটকে। একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব নিয়ে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, -

> "বর্তমানে মানুষের সময় অল্প, মনোযোগ দিবার অবসরও কম। সেজন্য সে অল্প সময়ের মধ্যে জীবনের কোনও রসরূপ দেখিতে ও দেখাইতে চাহে। এই কারণে বর্তমান যুগে যেমন ছোটগল্প প্রসার লাভ করিতেছে, তেমনি প্রসার লাভ করিতেছে একাঙ্ক নাটক।"[১]

একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব কবে তা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও বলা যায়, একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব প্রাচীন ভারতে। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে আচার্য ভরত যে দশরূপকের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে 'ভান', 'বীথি' প্রভৃতিকে একাঙ্ক গোত্রের নাটক বলা হয়ে থাকে। গ্রীসে প্রথম যুগে অঙ্কবিহীন নাটক রচিত হতো, সেই নাটকগুলি একাঙ্ক নাটক হিসেবে পরিচিত লাভ করেছিল। বাংলা নাটকে পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রচলন বেশি। যদিও উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলা থিয়েটারে পূর্ণাঙ্গ নাটকের অনুষঙ্গেই ছোট নাটিকার প্রচলন হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁদের রচিত একাধিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের শোভাযাত্রার মধ্যে একাঙ্ক নাটকের ভিত্তি রচনা করেছিলেন; কিন্তু সেই সময়ে রচিত ক্ষুদ্রায়তন নাটকগুলিকে একাঙ্ক নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। বিশ শতকের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি এই একাঙ্ক নাটক। একাঙ্ক নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হলেন মন্মথ রায়। ১৯২৩ সালে 'মুক্তির ডাক' নাটকটিকে প্রথম সার্থক একাঙ্ক নাটক বলা হলেও তাঁর পূর্ববর্তী অনেক নাট্যকারের রচিত নাটককে একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করে আলোচনা করা যায়। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কোনো কোনো নাটককে একাঙ্ক নাটক রূপে বিচার করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাট্যকাব্য ও হাস্যকৌতুকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি নাটিকাকেও এই একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করা চলে। বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায় প্রথম শিল্পসম্মত একাঙ্ক নাটকের ধারা প্রবর্তন করেন। তিনি অসংখ্য একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। অন্যদিকে গণনাট্যের পুরোধা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য অন্যতম। তিনি অসংখ্য জনপ্রিয় একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন যেমন - 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'কলঙ্ক', 'মরাচাঁদ', প্রভৃতি। বাংলা নাটকে উৎপল দত্ত অতি পরিচিত নাট্যকার। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক হল- 'নীলকণ্ঠ', 'সমাধান', 'কাকদ্বীপের এক মা', 'ঘুম নেই', 'মে দিবস' প্রভৃতি। মোহিত চট্টোপাধ্যায় অ্যাবসার্ড দর্শনে বিশ্বাসী। তিনি 'রিঙ', 'বাজপাখি', 'মাছি', 'লাঠি' 'ভূত', 'সোনার চাবি' প্রভৃতি একাঙ্ক নাটক লিখেছেন। বাদল সরকার 'সলিউশন এক্স', 'শনিবার' প্রভৃতি একাঙ্ক নাটক লিখেছেন। মনোজ মিত্র তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলিতে হাস্যরসের আড়ালে সামাজিক অবক্ষয় তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত একাঙ্কের সংখ্যা ৩৩টি। 'মৃত্যুর চোখে জল', 'কাকচরিত্র', 'পাকে বিপাকে', 'তক্ষক' প্রভৃতি মনোজ মিত্রের উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 650 - 656
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মন্মথ রায়

মন্মথ রায় বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের উজ্জ্বল পুরুষ। তিনি দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী অসংখ্য একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। অর্থনৈতিক শোষণে ক্লিষ্ট, সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পেষিত, রাজনৈতিক শাসনে জর্জরিত মানুষের ছবি এঁকেছেন তাঁর বিভিন্ন একাঙ্ক নাটকে। আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা এবং আধুনিক জীবনের সঙ্কট তাঁর একাঙ্কের মধ্যে বার বার স্থান করে নিয়েছে। ১৯২৩ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত তিনি প্রায় ২০৪টি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। 'মুক্তির ডাক' তাঁর লেখা প্রথম একাঙ্ক নাটক। এই নাটকটি রচিত হয়েছে বৌদ্ধ যুগে বিম্বিসারের রাজত্বকালে সংঘটিত একটি আখ্যান ভাগকে কেন্দ্র করে, নাট্যকার এই নাটকের মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন - লোভ লালসার ঊর্ধ্বে দয়া, করুণা ও ভালোবাসায় একমাত্র আমাদের মুক্তির পথ। প্রভু বুদ্ধের পথে প্রব্রজ্যা নিতে গেলে অর্থাৎ মোক্ষের পথে চলতে গেলে অহংবোধ ও সব জাগতিক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বের মহিমা লোকে উত্তরণ ঘটাতে হবে নিজেদের। বাংলা বৌদ্ধ আখ্যায়িকাকে আধুনিক জীবনের উপযোগী করে নাট্যকার 'মুক্তির ডাক' রচনা করেছেন। 'রাজপুরী' একাঙ্ক নাটকটি বৌদ্ধ কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। শাক্যবংশের রাজকন্যা ভেবে কোশল রাজ যাকে বিবাহ করেছিলেন, সে আসলে দাসীকন্যা। রাজনৈতিক স্বার্থে তাঁকে শাক্য কন্যা পরিচয়ে কোশাম্বীর রানী হতে হয়েছে। ষোলো বছর পর আসল সত্যের উদঘাটন হয়। এই দীর্ঘদিন ধরে রানী তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন কিন্তু রানীর ব্যক্তিত্বের সুকঠোরতা, রাজার প্রতি কর্তব্য, সন্তানের প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ তাকে এক অসামান্য রমণীরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। রানী প্রতিটি মুহূর্তে অন্তরে বাইরে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, -

> "এ আমার দৈনন্দিন ক্ষরণ! - আর কত যুদ্ধ কর্ব! আর কতদিনই বা যুদ্ধ কর্তে পারি! ... শেখর! আমায় বাঁচাও ... আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল...।"[২]

রাণীর এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না কবিশেখরের প্রতি রানীর ভালোবাসার সজীবতা এবং গাঢ়ত্ব। অন্যদিকে সন্তানের প্রতি জননীর বাৎসল্য সমস্ত কালেই একইভাবে প্রবহমান রয়েছে। সভ্যতার আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত তা সমানভাবে দেখতে পাওয়া যায়। রানীর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন ও তার শোচনীয় পরিণতি আমাদের নয়নকে অশ্রুসিক্ত করে তোলে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'নব একাঙ্ক' নাটক সংকলনে আমাদের নাট্যকারের জীবনবোধের প্রাখর্য নব রূপকল্পে বিধৃত হয়েছে। এই পর্বে দেখতে পায়, মন্মথ রায় রোমান্টিক কল্পনার পরিবর্তে বাস্তব জীবন-সমস্যাকে হৃদয়ানুভূতির ঝলকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। মন্মথ রায় ছোটদের জন্য বহু একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। 'ছোটদের একাঙ্কিকা নাট্যগুচ্ছ' আসলে ছোট নাটকের একটি সংকলন। এই সংকলনে কিশোর কিশোরীদের মূল্যবোধ কীভাবে বিকশিত হবে, ন্যায়-সততা-সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণাবলী যাতে তাদের মধ্যে সঠিকভাবে গড়ে ওঠে - তারই উপদেশ দিয়েছেন নাট্যকার বিভিন্ন একাঙ্ক নাটকে, যা বর্তমান দিনেও আমাদের চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। এইভাবে তিনি একাধিক একাঙ্ক নাটকে জীবনের নানা সমস্যাকে তুলে ধরেছেন।

বিজন ভট্টাচার্য

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বাঙালির জীবন ও মননে এক অভূতপূর্ব ভাঙনের সূত্রপাত ঘটে। আকাশ-বাতাস সর্বত্রই বারুদের গন্ধ। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে বুভুক্ষু মানুষজন এক মুঠো ভাতের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। সহায়, সম্বলহীন অগণিত শরণার্থীর অবস্থা দাঁড়ায় পশুর মতো। অন্যদিকে ব্ল্যাকমার্কেট রমরমা চলতে থাকে। বাঙালি নাট্যকারগণের সৃষ্টির মধ্যেও এই অস্থির বিপর্যস্ত জীবনের ছবি সার্থক ভাবে ধরা পড়েছে। এই বেদনার অন্যতম রূপকার হলেন বিজন ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী', 'আগুন' একাঙ্ক নাটক দুটি নাট্যপ্রবাহে এক নতুন ধারা যোগ করেছে। এছাড়া 'কলঙ্ক', 'মরাচাঁদ', 'জননেতা', 'হাঁসখালির হাঁস', 'চুল্লী' প্রভৃতি একাঙ্ক নাটকগুলিও উল্লেখযোগ্য। 'জবানবন্দী' একাঙ্ক নাটকটিতে ফুটে উঠেছে বিয়াল্লিশের খাদ্যাভাব, যুদ্ধ ও সাধারণ মানুষের দুরাবস্থার করুন কাহিনী। গ্রামের কৃষকদের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত এই একাঙ্ক নাটক। তারা দুর্ভিক্ষের করালগ্রস্ত হয়ে শহরের বাবুদের খিচুড়ির আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে চলে আসে। খিদের জ্বালায় তাঁদের আমরা বলতে শুনি -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 650 - 656
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"পেটের ভেতরটা যেন জ্বলছে, বুকের ভেতরটা যেন খাঁ খাঁ করছে।"[৩]

নিজেদের মধ্যেও সম্পর্কের অবনতি হয়, আর সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা তো তাদের মানুষ বলেই মনে করে না। ঘটে মানবিকতার অপমৃত্যু যা আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক। যুদ্ধ পরবর্তী সময়কে এইভাবে নাট্যকার তার নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। 'কলঙ্ক' একাঙ্ক নাটকটি বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাঁওতালদের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে। সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, পরোক্ষভাবে তার আঁচ লেগেছে জনজীবনে। কিছু গোরা সৈন্য এই আদিবাসীদের গ্রামে আস্তানা গেড়েছে। সাঁওতালি মেয়েরা গোরাদের জন্য টুপি বোনে, গান গায় প্রভৃতি নানা কাজ করে। এমন সময় জানা যায়, এক সাঁওতালি মেয়ে রত্না অন্তঃসত্ত্বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সকলের আনন্দে বজ্রাঘাত পড়ে। কারণ সদ্যোজাত শিশুটি একেবারে গৌরবর্ণ সকলের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সৈন্যদের বর্বর ক্ষুধার আহুতি হয়েছে যারা রত্না তাদের মধ্যে একজন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাঁওতালরা জোটবদ্ধ হয়ে গোরাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। গোরাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের ইতিবাচক সমাপ্তি নাটকটিতে দেখা যায়। 'মরাচাঁদ' একাঙ্ক নাটকটি চব্বিশ পরগনার এক অন্ধ গায়কের জীবন কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে নাট্যকার লেখনী ধারণ করেছেন 'লাস ঘুইরা যাক' একাঙ্ক নাটকে।

বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'আগুন' এদেশের গণনাট্য আন্দোলনের ফসল। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন হল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। ১৯৪৩-এ সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার 'গণনাট্য' সংঘ তার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। বিজন ভট্টাচার্য এই গণনাট্য সংঘের অনুপ্রেরণায় ও উৎসাহেই প্রথম লেখেন তাঁর ছোট্ট নাটক 'আগুন'। বাংলার মহামন্বন্তরের কালে বিজন ভট্টাচার্য বাংলার গ্রামেগঞ্জে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। মানুষের ব্যথা-বেদনাকে আত্মস্থ করেছেন। তাদের প্রাণের কান্না কান পেতে শুনেছেন। একদিকে শোষণ-বঞ্চনা এবং অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার-এই দুইয়ের মাঝে পড়ে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেগুলিই তিনি তাঁর একাঙ্ক নাটকে রূপ দিয়েছেন। আগুন একাঙ্ক নাটকে হরেকৃষ্ণ বাবুর একটি উক্তি আমাদের সত্যিই ভাবিয়ে তোলে - "আগুন! আগুন জ্বলছে আমাদের পেটে।"[৪]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

ছয়ের দশকে অ্যাবসার্ড নাট্যরীতি প্রবর্তনে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলিতে উদ্ভটতার অন্তরালে যে গভীরতর জীবনোপলব্ধি বর্তমান আছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপাত অসংলগ্নতার অন্তরালে ভাবের গভীরতা, লিরিক-ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ সংলাপের ঔজ্জ্বল্য, বিন্যাসের কারুকর্মে তাঁর নাটক সৃজন শিল্পের অম্লান ভাস্বরতার অপরূপ নিদর্শন হয়ে উঠেছে। তিনি একাঙ্ক নাটকগুলিতে মানুষের অন্তর বাস্তবতা বা inner reality - কে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তিনি প্রায় কুড়িটি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। নাট্যতাত্ত্বিক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় একাঙ্ক নাটকের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই নিয়মগুলি মোহিত চট্টোপাধ্যায় অনুসরণ করে একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নাট্যতাত্ত্বিক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন –

> "একাঙ্ক নাটিকা হল এক অঙ্কের স্বল্প চরিত্র- বিশিষ্ট নাটিকা যাতে কল্পনায় অনুভূত, কোনো একটি চরিত্রের বিশেষ একটি দিক বা জীবনের কোনো একটি গভীর ভাব নাটকীয় গতিবেগ যুক্ত হয়ে দ্রুত চূড়ান্ত মুহূর্ত সৃষ্টি করে দ্বন্দ্বাত্মক পথে দর্শকদের উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে চরম পরিণাম লাভ করে ও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তে একটি সমগ্র কার্যের ব্যঞ্জনা দেয়।"[৫]

তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক হল 'মাছি'। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও জোতদার জমিদারদের অত্যাচার, শোষণ অব্যাহত ছিল। মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মাছি' একাঙ্ক নাটকে তা আমরা দেখতে পায়। সেখানে সাধারণ কৃষক শ্রেণির ওপর জোতদার শ্রেণির জুলুম, অত্যাচার ও শোষণের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকে একটি মাত্র দৃশ্যে চাষীদের ওপর জমিদাররের শোষণ ও নারী লোলুপতার বিষয়টি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। 'বাজপাখি' একাঙ্ক নাটকে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 650 - 656
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নাট্যকার বাজপাখির প্রতীকে ক্ষমতাধর শক্তিশালী দেশের আগ্রাসী হিংস্র মনোভাবের দিকটিকে তুলে ধরেছেন। কল্যাণের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তাঁর আসল উদ্দেশ্য বলিয়ে নিয়েছেন –

> “গোটা দুনিয়ার ওপর বাজপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে, এখানটা খুবলে নিচ্ছে, ওখানটা ছিঁড়ছে।”[৬]

নাট্যকার প্রতীকতার আশ্রয় নিয়ে সমকালের এক গুরুগম্ভীর সমস্যাকে স্বল্প আয়তনের নাটকের মধ্যে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। তাই নাটকের উপসংহারে নাট্যকার বলেছেন -

> “হ্যাঁ ভয় পাচ্ছে আমরা চোখ মেলে তাদের চেয়ে বেশি দেখছি - পায়ের নিচের মাটিটা আরো শক্ত টের পাচ্ছি - আমরা মুঠোর মধ্যে আরো জোর পাচ্ছি।”[৭]

‘ভাইরাস’ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সমাজ সমস্যা কেন্দ্রিক নাটকগুলির মধ্যে একটি অন্যতম ছোট নাটক। চলমান সমাজের এক ভয়ঙ্কর ক্ষতকে তিনি এই নাটকে তুলে ধরেছেন। নাট্যকার চারটি দৃশ্যে কাহিনীর ভাবধারাকে অক্ষুন্ন রেখে টিভির বিজ্ঞাপনের কুপ্রভাবকে তুলে ধরেছেন এই নাটকে। বর্তমান সময় পর্বে পণ্য সর্বস্ব বিজ্ঞাপন যে আমাদের গ্রাস করছে, সর্বনাশ ডেকে আনছে নিত্যজীবনে - তার ইতিবৃত্ত কাহিনীতে স্থান লাভ করেছে। ‘বাইরের দরজা’ একাঙ্ক নাটকটিতে তিনি ফ্যানটাসির সাহায্যে অপরূপ জীবনোপলব্ধির কথা বলেছেন। জীবনের পথে চলতে গিয়ে অনেক বাধা আসে, একদিকে অতীতের স্মৃতির মায়াজালের আকর্ষণ অন্যদিকে ভবিষ্যতের সঠিক পথের সন্ধানে অনিশ্চয়তা এই দোটানার মধ্যে জীবন সংশয়ের জন্ম হয়। পাহারাওয়ালা হল জীবনের দর্পণ। সে আমাদের প্রত্যেককে সজাগ দৃষ্টি দিয়ে সর্বদা দেখে তাকে মেরে ফেলা যায় না, মারলেও আবার বেঁচে ওঠে। তাই আমাদেরকে দৃঢ়তার সঙ্গে জীবনের প্রতিবিম্বকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরতে হবে।

বাদল সরকার

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বাদল সরকার এক যুগান্তকারী নাম। একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলোতে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের দোদুল্যমানতা, একঘেয়েমি এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় ফুটে উঠেছে। বাদল সরকারের নাটকগুলো কেবল বিনোদনের মাধ্যম ছিল না, বরং তা ছিল শোষণের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের ভাষা। সমাজের ভণ্ডামি ধরিয়ে দিতে তিনি হাস্যকৌতুকের আশ্রয় নিয়েছিলেন, যা দর্শকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, নাটক কেবল দেখার বিষয় নয়, তা অনুভবের এবং পরিবর্তনের হাতিয়ার। তিনি অল্প কয়েকটি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। ‘সলিউশন এক্স’ - একটি সার্থক একাঙ্কিকা। বৈজ্ঞানিক শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন - নাম ‘সলিউশন এক্স’। এ ওষুধ খেলে যৌবনকে ফিরে পাওয়া যাবে। প্রথমে খরগোশ, গিনিপিগ প্রভৃতির উপর প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে। এরপর এর সাফল্য সম্পর্কে আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেনগুপ্ত নিজেই সেই ওষুধ খেলেন। তারপর একে একে অণিমা, খাস্তগীর আরো অনেকেই খেলেন। ইতিপূর্বে শিশু টুটুলের কারসাজিতে সলিউশন এক্স ট্যাঙ্কের জলে মিছে গেছে। এই ওষুধ খেয়ে চরিত্রগুলির কিম্ভূত - কিমাকার আচরণ, সংলাপ অনাবিল, কৌতুক রসের জোগান দেয়। এইভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আড়ালে তিনি সমাজের বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেছেন। এই নাটকে লেখক মধ্যবিত্তের নিত্য দিনের অভাব-অনটন এবং সেখান থেকে মুক্তির পথ ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে তুলে ধরেছেন।

উৎপল দত্ত

স্বাধীনতা উত্তরকালে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে উৎপল দত্ত এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত চেয়েছিলেন নাটকের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের বদল ঘটাতে। এর ফলে তাঁর নাটকে বাস্তবতা এসেছে তীক্ষ্ণ ও অনাবৃতরূপে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ও প্রাকৃতিক দুর্বিপাক – যার মধ্যে ছিল দেশভাগ, তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি। নাট্য প্রয়োজনার পেশাদারিত্ব তিনি আয়ত্ত করেছিলেন এবং নিজেই নাট্যাভিনয়ের দল, যাত্রার দল সংগঠিত করে নাট্যাভিনয়কে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দর্শক ও থিয়েটারের মধ্যে গণসংযোগ গড়ে উঠুক, নাটক সরাসরি মানুষের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 80
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 650 - 656
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কথা বলবে, কোথায় মানুষের সমস্যা তা খোঁজার চেষ্টা হবে নাটকে। এই নাটক দেখতে এসে মানুষ তাদের নিজেদের জীবন ও সেই জীবনের সমস্যা প্রত্যক্ষ করবে এবং তার সমাধানের উপায় খুঁজে নেবে। তাই বলা যায় উৎপল দত্তের একাঙ্ক নাটকগুলি সর্বহারা শ্রেণীর অধিকার রক্ষার সংগ্রামী প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকা রূপে ফুটে উঠেছে। 'মে দিবস' গৌর্কির মা অবলম্বনে সর্বহারা শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জীবন্ত আলেখ্য। বিপ্লবী জীবনের প্রত্যয়, তার মানবিক অনুভূতি, দুনিয়ার শোষিত মানুষের একতাবদ্ধ সংগ্রামের ইঙ্গিত নাট্যসংঘাতের মধ্য দিয়ে সার্বজনীন উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়েছে। উৎপল দত্তের একটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক হল 'লৌহমানব'। এই নাটকটি রাজনৈতিক প্রখরতা এবং ব্যঙ্গাত্মক লেখনীর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে নাট্যকার তুলে ধরেছেন ফ্যাসিবাদ এবং একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। 'ঘুম নেই' একাঙ্ক নাটকটি লরি ড্রাইভারদের জীবনের নিখুঁত আলেখ্য - তাদের ব্যথা-বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা, স্থূল কৌতুক-বিদ্রুপের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিফলন। আলোচ্য নাটকে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিদারুণ বৈষম্যের সুরটি নাট্যকার সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। 'একলা চলো রে' নাটকটি মূলত ১৯৪৭ এর দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত। মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালীতে দাঙ্গা থামাতে ব্যস্ত, তখন ক্ষমতার শীর্ষে থাকা অন্যান্য নেতাদের সুবিধাবাদকে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই নাটকে আদর্শ বনাম বাস্তবতার সংঘাত ফুটে উঠেছে। দাঙ্গাবাজদের কোনো জাত নেই - তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সকলেই। তাই আমাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠে শাশ্বত মানবতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে হবে। নাট্যকার এই নাটকের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন একতাবদ্ধ সংগ্রামেই জনগণের অবধারিত জয় সম্ভব।

মনোজ মিত্র

বিশ শতকের শেষ দশকের অন্যতম নাট্যকার হলেন মনোজ মিত্র। একাঙ্ক নাটক রচনার সূত্রে মনোজ মিত্রের নাট্যজগতে প্রবেশ। তাঁর প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল'। এছাড়া তিনি আরো ৩২টি একাঙ্ক নাটক লিখেছেন। মূলত তিনি একাঙ্ক নাটকগুলিতে মানব মনের অন্তর স্বরূপ ও জীবন সত্যকে তুলে ধরেছেন। 'মহাবিদ্যা' একাঙ্ক নাটকটি মনোজ মিত্রের এক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক একাঙ্ক। রাষ্ট্রের চরম অর্থনৈতিক সংকটের কালে রাজা-দেওয়ান-কোতোয়াল-সান্ত্রী প্রমুখ রক্ষকেরা কীভাবে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তা এই নাটকের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন। এই নাটকটি পড়লে বোঝা যায়, প্রকৃত অপরাধীরা সবসময় পার পেয়ে যায়, চুরির দায়ে ধরা পড়ে তুলসী দাসের মতো সাধারণ মানুষেরা। রাজা-মন্ত্রীর রূপক ব্যবহার করলেও সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি এ নাটকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না। 'মৃত্যুর চোখে জল' একাঙ্ক নাটকে নাট্যকার একটি দৃশ্যের মাধ্যমে দেখালেন বিপন্ন মানুষ স্নেহ-মায়া-মমতার আশ্রয় চায়, মানসিক শুশ্রূষা চায়, সংসারে কিছুটা গুরুত্ব চায়। কিন্তু তারা সংসারে সেই গুরুত্ব পান না, কিন্তু নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভেবে তারা তৃপ্তি পেতে চান এটি একটি উল্লেখযোগ্য পারিবারিক একাঙ্ক নাটক। 'কালবিহঙ্গ' একাঙ্ক নাটকটিতে তিনি দেখিয়েছেন, মালিক শ্রেণি কীভাবে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন দমন করতে ধর্ম এবং কুসংস্কারকে কাজে লাগায় এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাসে মানুষ কীভাবে নিজের প্রিয়জনকে এমনকি নিজেকেও ফাঁকি দিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় - তাই নিয়েই তিনি এই নাটক লিখেছেন। পাশাপাশি সমকালীন সমাজে মালিক-শ্রমিক বিরোধ এবং সেই বিরোধে মধ্যস্থানীয়দের আখের গোছানোর চেষ্টা প্রত্যক্ষ বাস্তব। সেই বাস্তবতাকেই আশ্রয় করেছেন তিনি এই নাটকে। শেষপর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ শোষিত মানুষের জয়ের ইঙ্গিতও আছে। জীবনে অনেক লড়াই-সংগ্রাম করে লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়, এই বার্তায় তিনি দিয়েছেন এই একাঙ্ক নাটকে।

উপসংহার : বিশ শতকের ছয় জন দিকপাল নাট্যকারের একাঙ্ক নাটকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা একটি বিষয় স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, একাঙ্ক নাটক কেবল সময়ের স্বল্পতা নয়, বরং সময়ের ঘনীভূত রূপের সার্থক প্রতিফলন। এই নাট্যকাররা দেখিয়েছেন যে, জীবনের ক্ষুদ্রতম মুহূর্তগুলোও কীভাবে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা পেতে পারে। তাঁদের সৃজিত 'বহুস্তরী চিন্তন' আজও আমাদের সমকালীন সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই বিশ শতকের এই একাঙ্ক নাটকগুলি কেবল সাহিত্যের অংশ নয়, বরং বিংশ শতাব্দীর দ্বিধাগ্রস্ত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের আত্মার এক একটি জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. ঘোষ, ড. অজিত কুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৫৯৪
২. রায়, মন্মথ, 'মন্মথ রায় নাট্য গ্রন্থাবলী', (প্রথম খণ্ড), মনমথন প্রকাশন, কলকাতা, (১৩৬৫), পৃ.১৬
৩. ভট্টাচার্য, নবারুণ, বন্দোপাধ্যায়, শমীক, 'বিজন ভট্টাচার্যের রচনা সংগ্রহ', দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২২, পৃ. ২৭
৪. ভট্টাচার্য, নবারুণ, বন্দোপাধ্যায়, শমীক, 'বিজন ভট্টাচার্যের রচনা সংগ্রহ', দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২২, পৃ. ১০
৫. মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর, 'নাট্যতত্ত্ব বিচার', করুণা প্রকাশন, কলকাতা ২০০৩, পৃ. ২৪৮
৬. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, 'নাটক সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ – ২০১৯, পৃ. ৪৭৯
৭. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, 'নাটক সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ – ২০১৯, পৃ. ৫০০

Bibliography:

চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, 'নাটক সমগ্র', (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৯
দত্ত, উৎপল, 'নাটক সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, সপ্তম সংস্করণ, ২০২৩
দত্ত, উৎপল, 'নাটক সমগ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০২২
দত্ত, উৎপল, 'নাটক সমগ্র' (তৃতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, ২০২২
দত্ত, উৎপল, 'নাটক সমগ্র' (চতুর্থ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৯
দত্ত, উৎপল, 'নাটক সমগ্র' (ষষ্ঠ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৬
দত্ত, উৎপল, 'নাটক সমগ্র' (সপ্তম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৯
ভট্টাচার্য, নবারুণ, বন্দোপাধ্যায়, শমীক, 'বিজন ভট্টাচার্যের রচনা সংগ্রহ', দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২২
মিত্র, মনোজ, 'নাটক সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, অষ্টম সংস্করণ, ২০২৪
মিত্র, মনোজ, 'নাটক সমগ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, সপ্তম সংস্করণ, ২০২৪
মিত্র, মনোজ, 'নাটক সমগ্র' (তৃতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০২১
মিত্র, মনোজ, 'নাটক সমগ্র' (চতুর্থ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৯
মিত্র, মনোজ, 'নাটক সমগ্র' (পঞ্চম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, ২০২৪
মিত্র, মনোজ, 'নাটক সমগ্র' (ষষ্ঠ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৮
রায়, মন্মথ, 'মন্মথ রায় নাট্য গ্রন্থাবলী', (প্রথম খণ্ড), মনমথন প্রকাশন, কলকাতা – ৭০০০০৬, (১৩৬৫)
রায়, মন্মথ, 'মন্মথ রায় নাট্য গ্রন্থাবলী', (তৃতীয় খণ্ড), মনমথন প্রকাশন, কলকাতা – ৭০০০০৬, (১৩৬৫)
সরকার, বাদল, 'নাটক সমগ্র' (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৭০০০০৯, পঞ্চম সংস্করণ, ২০২৩